দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 05 MAY 1992
পৃষ্ঠা 1

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রসংগে

ঢাকা শহরের কতিপয় কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে আন্দোলন করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো পরীক্ষা পিছানো হলে আদৌ লাভ হবে কি? পরীক্ষা পিছানো হলে একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে দরিদ্র অভিভাবকগণ তেমনি পরীক্ষার্থীদেরও পড়ালেখার আগ্রহ কমে যাবে। যারা আন্দোলন করছেন তারা ধনী পিতা-মাতার সন্তান, বইয়ের সাথে তাদের আদৌ সংযোগ আছে কি-না সন্দেহ। তাই এখন যেমন তারা সমস্যায় ভুগছেন, পরীক্ষা এক বছর পিছানো হলেও তাদের এই সমস্যা রয়েই যাবে। এছাড়া যারা কিছুটা হলেও পড়ালেখা করেছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আমাদের দেশে তো আবার সেশন জটের একখানা ঐতিহ্যবাহী সমস্যা রয়েছেই। পরীক্ষা পিছানো হলে এই সমস্যা লঘুতর হবে না গুরুতর হবে তা ওনারাই বলতে পারবেন। আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার আবার খুবই সাহসী। ৫০ জন ছাত্র মিছিল করলেই বিড়াল বনে যান। কারণ ছাত্রগণই সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস, তাই নয় কি? মনে রাখতে হবে গোটা ৫০ জন ছাত্রই সকল ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজই এই ক্ষমতার উৎস। তাই সকলের মঙ্গলার্থে কাজ করতে হবে। গণতান্ত্রিক সরকার যেন ৫০ জন ছাত্রের গণতান্ত্রিক আক্রমণের ভয়ে ভীত না হয়ে যান, সেরূপ প্রত্যাশা সকলের।

আন্দোলনকারীদের বলছি, আপনারা ৬ মাস আগেই ২৫ জুন পরীক্ষা শুরু হবে এটা জেনেছেন। এই দাঘ সময় আন্দোলন আর আড্ডায় না থেকে পড়ালেখা করলে নিশ্চয়ই খারাপ হতো না। আপনাদের জন্য সকলের ক্ষতি হবে এটাও হতে পারে না। এখনো দু'মাস সময় আছে। রাজপথের আন্দোলন ছেড়ে বইয়ের সাথে আন্দোলন করুন। আশা করি আপনাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। আর একান্তভাবেই পরীক্ষা পিছানো হলে সুদে আসলে কত হবে সেটা সময়ই বলতে পারবে।

—মোঃ আবুল হাসনাত (তাজিত)।